দৈনিক বাংলা

00007

তারিখ ... ১৯।১০।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৪ ...

কাকলি উচ্চ বিদ্যালয়

এই মহানগরীর অভিজাত অঞ্চল ধানমন্ডিতে একটি বিদ্যালয়ের নাম কাকলি উচ্চ বিদ্যালয়। তার আর একটি শাখা মোহাম্মদপুরে আসাদ এভিনিউতে অবস্থিত। একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দুটি শাখা হয় কিনা আমাদের জানা নেই। আগে স্কুলের নাম ছিল কচি কাঁচার কাকলি স্কুল। এটি ছিল এক ব্যক্তির মালিকাধীন কিন্ডারগার্টেন স্কুল। বর্তমানে এর মালিক এবং অধ্যক্ষার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। ধানমন্ডি এবং মোহাম্মদপুর উভয় বিদ্যালয় এখন অধ্যক্ষার দখলে। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫৬০ জন। ছাত্রছাত্রীদের থেকে মাসিক বেতন নেয়া হয় ৬০ টাকা। কিন্তু গত এক বছর যাবত বিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। শোনা যায়, যিনি বিদ্যালয়টি দখল করে আছেন তিনি যদিও প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন আসলে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নন। তিনি বিদ্যালয়ের বৈধ প্রধান শিক্ষিকাকে বের করে দিয়ে ঐ পদটি দখল করে আছেন এবং বিদ্যালয়ের অর্থের অপব্যবহার করছেন। এ নিয়ে মালিক বলে কথিত এক ব্যক্তি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করছেন; বিদ্যালয়টি নাকি ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত নয়, স্বীকৃত নয় জুনিয়র স্কুল হিসেবেও। অথচ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গত দু'বছর ধরে সরকার থেকে যথাযথ সরকারী ভাতা পেয়ে আসছেন।

(৫-এর কঃ পর)

(৮-এর কঃ পর)

বিদ্যালয়টির জন্যে গত চার মাস ধরে কোন কমিটিও নেই। বিদ্যালয়টির কোন নিজস্ব জমি বা বাড়িও নেই। প্রতিদিন বিদ্যালয়টির ভিতরে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশ পাহারায় বিদ্যালয়ের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, উভয় বাড়ির মালিক ডিসেম্বর, ৮২ সালে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ প্রদান করেছেন। যদি তাই হয়, তবে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১৫৬০ জন ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ কি হবে এ ভাবনায় আমরা অভিভাবকেরা এক সীমাহীন দুশ্চিন্তায় আছি। বিদ্যালয়টির নানা অনিয়ম এবং অব্যবস্থার ব্যাপারে একটি অশু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

জাহানআরা আলম
জনৈকা অভিভাবিকা
৫৭, নর্থ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।